গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা

'দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজয় ফুল ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজনের প্রস্তুতি সভার কার্যবিবরণী'

সভাপতি	: জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার তারিখ	: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সময়	: বেলা ০২:০০ টা
স্থান	: সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগন তাদের বীরমুক্তিযোদ্ধাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকেন এবং তাদের স্মরণে বিশেষ দিনে পোশাকে বিশেষ প্রতীক ধারণ করে থাকেন। যেমন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম প্রতি বছর ১১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত তাদের বীর শহীদদের স্মরণে 'রিমেমব্রান্স ডে' উদযাপন করে থাকে। যে সকল যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ঐদিন তাদের স্মরণে পোশাকে লাল পপি ফুল ধারণ করে থাকেন। বাংলাদেশেও আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের স্মরণে ডিসেম্বর মাসে বিজয় ফুল-এর প্রচলন করতে পারি এবং বিজয়ের মাসে ০১-১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পোশাকে বিজয় ফুল এর প্রতীক ধারণ করতে পারি। বিজয়ফুল শুধু একটি প্রতীক বা একটি স্মারক নয়, এটি একটি পন্থাও বটে। এ ফুলের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের কথা বলতে পারি- বিশ্ববাসীর কাছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও তাদের শেকড়ে নিয়ে যেতে পারি। সেই সঙ্গে আমরা বিজয়ফুলকে নিয়ে সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে পারি- কারণ 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে মোরা যুদ্ধ করি'- সে ফুল শুধু আমাদের দেশমাতৃকা নয়, আমাদের স্বত্ত্বা, আমাদের মূল্যবোধও বটে। শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। শাপলাকে বিজয়ফুলের প্রতীক করা যায়। বিজয়ফুলে ছয়টি পাপড়ি থাকবে যা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে স্মরণ করাবে। ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল বীজ বপন করেছিলেন। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য, আমাদের সংগ্রামী ইতিহাস জানাবার জন্য আগামি ডিসেম্বরে আমাদের বিজয়ের মাসকে উপলক্ষ করে, স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বিজয়ফুল তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী বিজয়ফুল তৈরি করে তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সাধারণ মানুষের মাঝে তা বিতরণ করবে। সবচেয়ে সুন্দরভাবে তৈরী করা বিজয়ফুলের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। তৈরী করা কাগজের ফুল বিক্রি করে অর্জিত অর্থ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার অথবা প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় প্রদান করা হবে। বিজয়ফুলের সাথে স্কুল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা ও

শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। আগামি ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করতে পারেন।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
১.	টিভিসি প্রণয়ন	এটুআই প্রকল্প তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নিয়ে বিজয় ফুল উৎসব/ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত ৩০ সেকেন্ডের ১টি টিভিসি তৈরি করবে।	▪ এটুআই প্রকল্প/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২.	জেলা, উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন	জেলা, উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা/ কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়: ক) জনাব এস. এম. হারুন-অর-রশীদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন- আহবায়ক খ) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ- সদস্য গ) ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক, অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ- সদস্য ঘ) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, এটুআই- সদস্য ঙ) জনাব মোঃ আবুয়াল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়- সদস্য চ) জনাব রুহী রহমান, অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ- সদস্য ছ) জনাব লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী- সদস্য জ) জনাব আনজীর লিটন, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী- সদস্য ঝ) জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- সদস্য সচিব কমিটি প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপট করতে পারবে। এই কমিটি বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর নিকট দাখিল করবে।	▪ সংশ্লিষ্ট কমিটি
৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিজয় ফুল বিষয়ক প্রতিযোগিতা	বিজয় ফুল নিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতার জন্য প্লাটফর্ম তৈরি এবং বিবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে	এটুআই

ক্রমিক	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
৪.	বিজয় ফুল কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ	বিজয় ফুল কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	▪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ▪ অর্থ বিভাগ

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)

বিতরণ: প্রয়োজনীয় কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
০২। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়/ সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ/ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ/ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা
০৩। মহাপরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০৪। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫। জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা;
০৭। প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
০৮। পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০৯। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/ মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)/ সচিব- এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা